[illegible]

[illegible] – Bengali – بنغالي]

[illegible]: [illegible]

[illegible] : [illegible]

2013-1434

IslamHouse.com

﴿ المبشرون والمبشرات بالجنة والنار ﴾

« باللغة البنغالية »

تأليف: ذاكر الله أبو الخير

مراجعة:د/ أبو بكر محمد زكريا

1434 - 2013

IslamHouse.com

দুনিয়াতে যাদের জান্নাতি বা জাহান্নামী বলে ঘোষণা দেয়া হয়

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে যে সব নারী ও পুরুষদের জান্নাতি বা জাহান্নামী বলে ঘোষণা করেছেন বা যারা দুনিয়াতে জীবিত থাকতেই জান্নাতলাভের সু-সংবাদ অথবা জাহান্নামের দুঃসংবাদ পেয়েছেন এ নিবন্ধে আমরা তাদের নাম দলিল-প্রমাণ সহকারে উল্লেখ করতে চেষ্টা করব। একটি হাদিসে একত্রে দশজন সাহাবীর কথা উল্লেখ করে তাদের জান্নাতি বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা দিয়েছেন। অনেকে মনে করেন, দুনিয়াতে কেবল এ দশজন সাহাবীকেই জান্নাতের সু-সংবাদ দেয়া হয়েছে আর কাউকে জান্নাতের সু-সংবাদ দেয়া হয়নি। কিন্তু না, এ দশজনের বাহিরেও আরও কতক পুরুষ ও নারী সাহাবী আছেন, যাদের আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন না কোন কারণে দুনিয়াতে জান্নাতের সু-সংবাদ দিয়েছেন। তিনি তাদের কাউকে জান্নাতি, জান্নাতের সরদার, জান্নাতের বয়স্ক লোকদের সরদার ইত্যাদি বলে ঘোষণা করছেন। নিম্নে আমরা দুনিয়াতে যাদেরকে জান্নাতের সু-

সংবাদ এবং জাহান্নামের দুঃসংবাদ দেয়া হয়েছে, এমন পুরুষ ও নারীদের বিষয়ে একটি আলোচনা দলীল-প্রমাণ সহকারে তুলে ধরার চেষ্টা করব। আল্লাহই তাওফিক দাতা।

এখানে একটি বিষয় খুবই জরুরী যে, যাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতী বলে ঘোষণা করেছেন, তাদের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কোনো সিফাত, কুরবানী ও গুরুত্বপূর্ণ আমল প্রত্যক্ষ্য করেছেন বলেই তাদের বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন প্রেক্ষপটে এ ধরনের ঘোষণা দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আমল, কুরবানী ও ত্যাগের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বলেছেন যে লোকটি জান্নাতী। এ ধরনের ঘোষণা প্রেক্ষাপটে আমাদের করনীয় হল, যে গুণ, আমল, কুরবানী ও ত্যাগের কারণে লোকটি জান্নাতী হল বা রাসূল তাকে জান্নাতী বলে সু-সংবাদ ও ঘোষণা দিলেন, সে আমল, কুরবানী ও গুণে গুণান্বিত হয়ে আমিও রাসূলের সু- সংবাদের আওতাভুক্ত হতে পারি। আমার জন্যও জান্নাত অবধারিত হতে পারে। কারণ, আমল করার কারণে একজন জান্নাতী হয়, সে আমল যদি

[illegible]

[illegible]:

[illegible]-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍرضي الله عنه قَـالَ قَـالَ رَسُـولَ اللـهُ صلى الله عليه وسلم«**آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ فَأَسْـتَفْتِحُ فَيَقُـولُ الْخَـازِنُ مَنْ أَنْتَ؟ فَـأَقُولُ مُحَمَّدٌ! فَيَقُولُ بِـكَ أُمِـرْتُ لَا أَفْتَحُ لِأَحَـدٍ قَبْلَـكَ** » رواه مسلم

“[illegible], [illegible], [illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible] ([illegible]) [illegible]? [illegible]: [illegible], [illegible]

[illegible], [illegible][1]”

[illegible]:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍرضي الله عنه قَـالَ قَـالَ رَسُـولَ اللـهُ صـلى اللـه عليـه وسـلم**«أَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَـاءِ تَبَعًا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ»**

“[illegible], [illegible]: [illegible][2]”

[illegible]:

[illegible], [illegible]-

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍرضي الله عنه قَالَكُنْتُ مَـعَ رَسُـولِ اللهُصلى الله عليـه وسـلمإِذْ طَلَـعَ أَبُو بَكْـرٍ وَعُمَـرُ فَقَـالَ

1 [illegible], [illegible]: [illegible]

2 [illegible], [illegible]: [illegible]

رَسُولَ اللهُ صلى الله عليه وسلم **«هَذَانِ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ إِلَّا النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ يَا عَلِيُّ لَا تُخْبِرْهُمَا»**

“[illegible][3]”

[illegible]:

[illegible]

[3] [illegible]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّرضي الله عنه قَالَ رَسُولَ اللهُ صلى الله عليه وسلم«**الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ»**

“[illegible], [illegible]: [illegible][4]

[illegible]. [illegible]:

[illegible]-

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍرضي الله عنهقَالَ رَسُولَ اللهُ صلى الله عليه وسلم«**أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدُ بْنُ أَبِيْ**

---

4 [illegible], [illegible]: [illegible]; [illegible], [illegible]:[illegible]

وَقَّاصٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْـدٍ فِي الْجَنَّةِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ»

“[illegible][5]

[illegible]:

[illegible]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْـرَةَ الْعَوَّامِرضي الله عنه قَـالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْـدَ رَسُولَ اللهُ صلى الله عليه وسلمإِذْ قَالَ:«**بَيْنَا أَنَا نَـائِمٌ**

[5] [illegible]

رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ فَقَالُوا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ أَعَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ اللهُ»

“[illegible] ?[6] ([illegible])

[6] [illegible], [illegible]: [illegible]

[illegible]:

[illegible]-

عَنْ الزُّبَيْـــرِ بْنِ الْعَوَّامِرضي الله عنه قَـــالَ كَـــانَ عَلَى النَّبِيِّصـلى الله عليه وسـلميَوْمَ أُحُـدٍ دِرْعَـانِ فَنَهَضَ إِلَى الصَّخْرَةِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَأَقْعَدَ طَلْحَةَ تَحْتَهُ فَصَعِدَ النَّبِيُّصـلى الله عليـه وسـلمعَلَيْهِ حَتَّى اسْـتَوَى عَلَى الصَّـخْرَةِ فَقَـالَ سَـمِعْتُ النَّبِيَّصـلى الـلـه عليـه وسـلم صـلى الله عليه وسلميَقُولُ «أَوْجَبَ طَلْحَةُ»

“[illegible] ‘[illegible], [illegible], [illegible]

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন , তালহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। [7]

সা ‘দ ইবন মু ‘আয রাদিয়াল্লাহু আনহুজান্নাতি :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জান্নাতে সা ‘দ ইবন মোয়াযের রুমাল উন্নতমানের রেশমী কাপড়ের চেয়েও অধিক উন্নতমানের হবে। প্রমাণ -

عَنْ الْبَـــرَاءِ بْنِ عَازِبٍرضي الله عنه قَـــالَ أُتِيَ رَسُـــولُ اللهُصلى الله عليه وسلمبِثَوْبٍ مِنْ حَرِيرٍ فَجَعَلُوا يَعْجَبُـونَ مِنْ حُسْنِهِ وَلِينِهِ فَقَالَ رَسُولَ اللهُ صلى الله عليه وسلم: **«لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا»** رواه البخاري

“বারা ইবন ‘আযেব রাদিয়াল্লাহু আনহুথেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর নিকট একটি রেশমি কাপড় আনা হল। লোকেরা এর সৌন্দর্য এবং মিহি -সূক্ষ্নতা অবলোকনে আশ্চর্য বোধ করল। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন :

[7] তিরমিযি , মানাকেব অধ্যায় , হাদিস : ১৬৯২

জান্নাতে সা 'দ ইবন মু 'আয এর রুমাল এর চেয়েও উন্নত মানের।[8]

বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং বৃক্ষের নীচে বাইয়াত গ্রহণকারী সাহাবীগণ জান্নাতি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবলেছেন , বদরের যুদ্ধে এবং হুদাইবিয়ার সন্ধিতে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ কখনোই জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। প্রমাণ -

عَنْ جَابِرٍرضي الله عنهقَالَ قَالَ رَسُولَ اللهُ صلى الله عليه وسلم:**«لَنْ يَدْخُلَ النَّارَ رَجُلٌ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ »**

"জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুথেকে বর্ণিত। তিনি বলেন , রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবলেছেন : বদরের যুদ্ধে এবং হুদাইবিয়ার সন্ধিতে অংশগ্রহণকারী কোন লোক জাহান্নামী হবে না।[9]"

---

[8] বুখারি , হাদিস : ৩২৪৮

[9] আহমদ, আল্লামা আলবানীর সিলসিলাতুল আহাদিস আস সহীহা , হাদিস : ২১৬০

হুদাইবিয়ার সন্ধি ৬ হিজরি যিলকাদ মাসে সংঘটিত হয়। সাহাবিগণ হুদাইবিয়ার ময়দানে একটি গাছের নীচে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ’র হাতে হাত রেখে তাঁর আনুগত্যে জীবন দেয়ার ওপর বাইয়াত গ্রহণ করেন। আর ঐ বাইয়াতে অংশগ্রহণকারী সমস্ত সাহাবিগণকে আসহাবুস -সাজারা বলা হয়। তারা সবাই জান্নাতি তাদেরকে দুনিয়াতেই জান্নাতের সু -সংবাদ দেয়া হয়।

আবদুল্লাহ ইবন সালামরাদিয়াল্লাহু আনহুজান্নাতি :

আবদুল্লাহ ইবন সালামকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামজান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

عَنْ سَعْدٍرضي الله عنهيَقُولُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ صلى الله عليه وسلميَقُولُ لِحَيٍّ يَمْشِي إِنَّهُ فِي الْجَنَّةِ إِلَّا لِعَبْدِ اللهُ بْنِ سَلَامٍ

“সা ‘দ রাদিয়াল্লাহু আনহুথেকে বর্ণিত। তিনি বলেন , আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনো জীবিত চলমান ব্যক্তির ব্যাপারে একথা বলতে শুনি নাই যে

সে জান্নাতি, তবে শুধু আবদুল্লাহ ইবন সালামকে একথা বলেছেন।

10

সা‘দ রাদিয়াল্লাহু আনহুশুধু আবদুল্লাহ ইবন সালাম রাদিয়াল্লাহু আনহুকেই এ সুসংবাদ দিতে শুনেছেন তাই তিনি তার ব্যাপারেই বর্ণনা করেছেন। আর কারও ব্যাপারে তিনি শুনেন নি। তার না শোনার অর্থ এ নয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর কাউকে জান্নাতের সু-সংবাদ দেননি। কিন্তু অন্যান্য সাহাবিগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামথেকে অন্য সাহাবীদেরকেও জান্নাতের সু-সংবাদ দিতে শুনেছেন তাই তারা অন্যদের কথাও বর্ণনা করেছেন।

যায়েদ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুজান্নাতি:

যায়েদ ইবন আমর ইবন নুফাইলের জন্য জান্নাতে দু’টি স্তর নির্মাণ করা হয়েছে। প্রমাণ-

10 মুসলিম, মানাকেব অধ্যায়, হাদিস: ২৪৮৩

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللــهِ صــلى الله عليه وسلم «دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ لِزَيْـدِ بْنِ عَمْـرِو بْنِ نُفَيْلٍ دَرَجَتَيْنِ»

“[illegible], [illegible]: [illegible]’[illegible][11]

[illegible]

[illegible]-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِرضي الله عنه يَقُـولُ لَمَّا قُتِـلَ عَبْـدُ اللهُ بْنُ عَمْرِوِ بْنِ حَرَامٍ يَوْمَ أُحُدٍ قَـالَ يَا جَـابِرُ أَلَا أُخْبِـرُكَ مَا قَالَ اللهُ لِأَبِيكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ مَا كَلَّمَ اللهُ أَحَـدًا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَـابٍ وَكَلَّمَ أَبَـاكَ كِفَاحًا فَقَـالَ يَا عَبْـدِي تَمَنَّ عَلَيَّ أُعْطِكَ قَالَ يَا رَبِّ تُحْيِينِي فَأُقْتَلُ فِيكَ ثَانِيَـةً فَقَـالَ الـرَّبُّ سُبْحَانَهُ إِنَّهُ سَـبَقَ مِنِّي أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يَرْجِعُـونَ قَـالَ يَا رَبِّ فَـأَبْلِغْ مَنْ وَرَائِي قَـالَ فَـأَنْزَلَ اللـهُ تَعَـالَى {وَلَا تَحْسَـبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُـوا فِي سَـبِيلِ اللـهُ أَمْوَاتًا بَـلْ أَحْيَـاءٌ عِنْـدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ}

[11] [illegible], [illegible] [illegible]-[illegible], [illegible]

“জাবের ইবন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুথেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন যখন আবদুল্লাহ ইবন হারাম রাদিয়াল্লাহু আনহুশহীদ হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবললেন: হে জাবের! আমি কি তোমাকে ঐ কথা বলব না, যা আল্লাহ তোমার পিতা সম্পর্কে বলেছেন? আমি বললাম: কেন নয়? তিনি বললেন: কোন ব্যক্তির সাথে পর্দার আড়াল ব্যতীত কথা বলেন নি। কিন্তু তোমার পিতার সাথে কোনো পর্দা ব্যতীত কথা বলেছেন এবং বলেছেন হে আমার বান্দা তুমি যা চাওয়ার তা চাও, আমি তোমাকে দিব। তোমার পিতা বলেছেন হে আমার রব? আমাকে দ্বিতীয় বার জীবিত কর যাতে আমি তোমার রাস্তায় শহীদ হতে পারি। আল্লাহ বললেন: আমার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, মৃত্যুর পর দুনিয়াতে আর ফেরত আসা যাবে না। তোমার পিতা বলল: হে আমার রব! তাহলে তুমি আমার পক্ষ থেকে দুনিয়া-বাসীকে আমার এ পয়গাম শুনিয়ে দাও যে, (আমি দ্বিতীয়বার শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণের আকাঙ্ক্ষা করছিলাম) তখন আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন: “যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে কর না। বরং তারা

[illegible]”[illegible][12] ([illegible]: [illegible])

[illegible]:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْجَنَّةَ تَشْتَاقُ إِلَى ثَلَاثَةٍ: عَلِيٍّ، وَعَمَّارٍ، وَسَلْمَانَ»

“[illegible], [illegible]: [illegible], [illegible], [illegible][13]

[illegible]‘[illegible]:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : **«دَخَلْتُ الْجَنَّةَ الْبَارِحَةَ فَنَظَرْتُ فِيْهَا فَاِذَا جَعْفُرٌ يَطِيْرُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ وَاِذَا حَمْزَةُ مُتَّكِئٌ عَلَى سَرِيْرٍ »**

---

12 [illegible], [illegible]:[illegible]

13 [illegible], [illegible]: [illegible]

“ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুথেকে বর্ণিত। তিনি বলেন , রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবলেছেন : গতরাতে আমি জান্নাতে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম যে , জা‘ফর ফেরেশতাদের সাথে উড়ে বেড়াচ্ছে। আর হামযা খাটে হেলান দিয়ে বসে আছে।

যায়েদ ইবন হারেসা রাদিয়াল্লাহু আনহুজান্নাতি

عَنْ بُرَيْدَةَرضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صـلى الله عليه وسلم دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَاسْتَقْبَلَتْنِيْ جَارِيَـةٌ شَـابَّةٌ فَقُلْتُ لِمَنْ انْتِ؟ قَالَتْ لِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ

“বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহুথেকে বর্ণিত। তিনি বলেন , রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবলেছেন : আমি জান্নাতে প্রবেশ করতেই আমাকে এক যুবতী স্বাগতম জানাল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম , তুমি কার জন্য ? সে বলল: যায়েদ ইবন হারেসার জন্য। [14]

হারেসা ইবন নো‘মান রাদিয়াল্লাহু আনহুজান্নাতি

---

[14] ইবনে আসাকের , আল্লামা আলবানির সহীহ আল জামে সগীর, হাদিস নং ৩৩৬১

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِصلى الله عليه وسلم:«**دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ فِيْهَا قِرَاءَةً فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا ؟ قَالُوْا : حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ»، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِصلى الله عليه وسلم: «كَذَلِكُمْ الْبِرُّ كَذَلِكُمُ الْبِرَّ»**

“[illegible][15]

[illegible]:

[illegible]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍورضي الله عنه، قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِصلى الله عليه وسلم :«**أَتَعْلَمُ أَوَّلُ زَمْرَةَ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِيْ** ؟»قَالَ : اَللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ فَقَالَ : «**اَلْمُهَاجِرُوْنَ يَأْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى بَابِ**

---

[15] [illegible], [illegible]: [illegible]

الْجَنَّةِ وَيَسْتَفْتِحُوْنَ، فَيَقُوْلُ لَهُمْ الْخَزَنَةُ، أَوْ قَدْ حُوْسِبْتُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ بِأَيِّ شَيْءٍ نُحَاسِبُ؟ وَإِنَّمَا كَانَتْ أَسْيَافُنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، حَتَّى مِتْنَا عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ : فَيُفْتَحُ لَهُمْ ، فَيَقِيْلُوْنَ فِيْهِ أَرْبَعِيْنَ عَامًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهَا النَّاسُ»

“[illegible]

[illegible] [16]

[illegible]:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَرضي الله عنه قَالَ صَلَّى رَسُولَ اللهُ صلى الله عليه وسلمعَلَى ابْنِ الدَّحْدَاحِ ثُمَّ أُتِيَ بِفَرَسٍ عُرْيٍ فَعَقَلَهُ رَجُلٌ فَرَكِبَهُ فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ وَنَحْنُ نَتَّبِعُهُ نَسْعَى خَلْفَهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ إِنَّ النَّبِيَّصلى الله عليه وسلمقَالَ كَمْ مِنْ عِذْقٍ مُعَلَّقٍ أَوْ مُدَلًّى فِي الْجَنَّةِ لِابْنِ الدَّحْدَاحِ

“[illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

---

16 [illegible], [illegible], [illegible]: [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]:
[illegible]

[illegible]:

عَنْ عِمْــرَانَ بْنِ حُصَيْنٍرضي الله عنهــأَنَّ رَسُــوْلَ اللـــهِ
قَالَصـــلى الله عليه وســـلم قـــال: **«يــدخلُ الْجَنَّةَ مِنْ
أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ قَالُوا وَمَنْ هُمْ يَا
رَسُــولَ اللــهُ قَــالَ هُمْ الَّذِينَ َلَا يَسْــتَرْقُونَ وَلَا
يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَكْتَــــوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُـــــونَ
فَقَـامَ عُكَّاشَــةُ فَقَـالَ ادْعُ اللــهَ يَا نَبِيَّ اللــهِ أَنْ
يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتَ مِنْهُمْقَالَ: فَقَـامَ رَجُـلٌ،
فَقَـالَ: يَا نَبِيَّ اللـهِ، ادْعُ اللـهِ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ،
قَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ»»** رواه مسلم

“[illegible], [illegible]: [illegible]: [illegible]! [illegible]? [illegible]: [illegible] ([illegible]) [illegible]-[illegible], [illegible], ([illegible]) [illegible]

[illegible]: [illegible], [illegible]‘[illegible]: [illegible], [illegible], [illegible]‘[illegible], [illegible][17]

[illegible]:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه **قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ} [الحجرات: 2] ـ إِلَى قَوْلِهِ {وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ} [الزمر: 55]، وَكَانَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ الشَّمَّاسِ رَفِيعَ الصَّوْتِ، فَقَالَ: أَنَا الَّذِي كُنْتُ أَرْفَعُ صَوْتِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَبِطَ عَمَلِي، أَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَجَلَسَ فِي أَهْلِهِ حَزِينًا، فَتَفَقَّدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْطَلَقَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِلَيْهِ، فَقَالُوا لَهُ:**

[17] [illegible], [illegible]: [illegible]

تَفَقَّدَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ؟ فَقَالَ: أَنَا الَّذِي أَرْفَعُ صَوْتِي فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، وَأَجْهَرُ بِالْقَوْلِ حَبِطَ عَمَلِي، وَأَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرُوهُ بِمَا قَالَ، فَقَالَ:

«لَا، بَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ» قَالَ الأَنَسٌ: " وَكُنَّا نَرَاهُ يَمْشِي بَيْنَ أَظْهُرِنَا، وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ،

[illegible]

[illegible] ...[18]

[illegible]:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،رضي الله عنه **أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، قَالَ: «تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ» ، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا أَبَدًا، وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ، فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا»**

[illegible]

[18] [illegible]

আমাকে এমন কিছু আমল বাতলে দিন, তার উপর আমল করে আমি যাতে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, আল্লাহর ইবাদত করবে , তার সাথে কাউকে শরিক করবে না , ফরয সালাত কায়েম করবে , যাকাত আদায় করবে এবং রমযান মাসের রোজা রাখবে। লোকটি বলল , ঐ সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মদের জীবন , আমি এর উপর কোনো কিছু কখনোই বাড়াবো না এবং কমাবো না। যখন লোকটি চলে যাচ্ছিল , রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন , যার মনে চায় কোন জান্নাতী লোক দেখতে তাহলে সে যেন এ লোকটির দিক তাকায়।[19]

লোকটির নাম নাম সা ‘আদ ইবন আল-আখরাম।

বিলাল ইবন রাবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু জান্নাতী :

عَنْأَبِيهُرَيْرَةَرضي الله عنهقَالَقَالَرَسُوْلُاللهِصَـــــلَّى اللـــــــــــــــــــــهُ عَلَيْـــــــــــــــــــــهِ وَسَلَّمَلِبِلَالٍعِنْدَصَلَاةِالْغَدَاةِيَابِلَالُحَدِّثْنِيبِأَرْجَىعَمَلٍعَمِلْتَهُفِي الْإِسْلَامِمنفعةفَإِنِّيسَمِعْتُالليلةخشفنَعْلَيْكَبَيْنَيَدَيَّفِيالْجَنَّةِقَالَبلالمَاعَمِلْتُعَمَلًاأَرْجَىعِنْدِيمنفعةمنأَنِّيلَمْأَتَطَهَّرْطَهُورًاتَامًّافِيسَاعَةِمِنْلَيْلٍأَوْنَهَارٍإِلَّاصَلَّيْتُبِذَلِكَالطُّهُورِمَاكُتِبَلِيأَنْأُصَلِّيَ

[19] বুখারী : ১৩৯৭, মুসলিম , ১৪

অর্থ , আবু হুরাইরা রা . হতে বর্ণিত , তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ফজরের সালাতের পর বিলাল রা . কে জিজ্ঞেস করলেন, হে বেলাল ! ইসলাম গ্রহণের পর তোমার এমন কি আমল আছে, যার বিনিময়ে তুমি পুরস্কৃত হওয়ার আশা কর? কেননা, আজ রাতে আমি জান্নাতে আমার সামনে তোমার হাটার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। বিলাল বললেন, আমি আশা করার মত অধিক গুরুত্বপূর্ণ কোন আমল করিনি। তবে রাতে বা দিনে যখনই আমি ওজু করি , তখন ওই ওজু দ্বারা যতটুকু আল্লাহ তাওফিক দেন ততটুকু নফল সালাত আদায় করি। [20]

যে সব নারীদের জান্নাতী বলে ঘোষণা দেয়া হয়

খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা জান্নাতি :

খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামদুনিয়াতেই জান্নাতের একটি ঘরের সুসংবাদ দিয়েছেন। প্রমাণ -

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ بَشَّرَ رَسُولُ اللهُِخَدِيجَةَ بِنْتَ خُوَيْلِدٍ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ

[20] বুখারি , হাদিস : ১৬৮২

“[illegible][21]”

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْكَ، مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ»

“[illegible]

---

[21] [illegible]

[illegible] [illegible]-[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible][22]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: أَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مَشْيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَرْحَبًا بِابْنَتِي» ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَبَكَتْ، فَقُلْتُ لَهَا: لِمَ تَبْكِينَ؟ ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَضَحِكَتْ، فَقُلْتُ: مَارَأَيْتُ كَاليَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ، فَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ: فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْتُهَا فَقَالَتْ: أَسَرَّ إِلَيَّ: «إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي القُرْآنَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ عَارَضَنِي العَامَ مَرَّتَيْنِ، وَلاَ أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي، وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِي لَحَاقًا بِي». فَبَكَيْتُ، فَقَالَ: «أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ، أَوْ نِسَاءِ المُؤْمِنِينَ» فَضَحِكْتُ لِذَلِكَ

“[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible]

[22] [illegible], [illegible]: [illegible]; [illegible], [illegible]: [illegible]

মেয়ের প্রতি! তার পর তাকে তার ডান বা বাম দিকে বসালেন, তারপর তার কানে কানে কিছু কথা বললে, সে কেঁদে দিল, তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম তুমি কেন কাঁদছ? তারপর আবারও সে কানে কানে কিছু কথা বলল, তখন সে হেসে দিল। তখন আমি বললাম, আজকের দিনের মত এত বেশি খুশি তোমাকে আমি আর কখনো দেখিনি। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে কি বলছে? তখন সে বলল, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোপন কথা কারও নিকট প্রকাশ করব না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মৃত্যুর পর তাকে জিজ্ঞাসা করলাম তখন সে বলল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, জিবরীল প্রতি বছর একবার করে আমার নিকট কুরআন পেশ করে থাকে। কিন্তু এ বছর সে দুইবার কুরআন পেশ করেছে। এর কারণ, এটাই যে, আমার সময় ফুরিয়ে আসছে। আর আমার পরিবারের মধ্যে তুমিই সবার আগে আমার সাথে সম্পৃক্ত হবে। এ কথা শোনে আমি কাঁদি। তারপর তিনি বললেন, তুমি কি এতে খুশি নও যে, তুমি জান্নাতী নারীদের বা মুমিন নারীদের সরদার হবে? এ কথা শোনে আমি হাসলাম।

23

23 বুখারি, হাদিস: ২৬২৪

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা জান্নাতি :

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামজান্নাতের সু -সংবাদ দিয়েছেন। প্রমাণ -

عَنْ عَائِشَـةَ، رضي الله عنها أَنَّ رَسُـوْلَ اللـهِ صـلى الله عليه وسـلم قَـالَ: «أَمَا تَرْضِـيْنَ أَنْ تَكُـوْنِيْ زَوْجَتِيْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِـرَةِ؟»قُلْتُ: بَلَى وَاللـهِ، قَـالَ: «فَـأَنْتِ زَوْجَتِيْ فِيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন , রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবলেছেন : হে আয়েশা তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে , তুমি দুনিয়া ও আখিরাতে আমার স্ত্রী হবে ? 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন কেন নয় ? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবললেন : তুমি দুনিয়া ও আখিরাতে আমার স্ত্রী। [24]

[24] হাকেম , আল্লামা আলবানীর সিলসিলাতুল আহাদিস , আস-সহীহা , হাদিস : ১১৪২

[illegible]:

[illegible]

عَنْ جَـابِرِ بْنِ عَبْـدِ اللـهُ رضي الله عنه أَنَّ رَسُـولَ اللـهُ صلى الله عليه وسلم قَـالَ: «أُرِيتُ الْجَنَّةَ فَـرَأَيْتُ امْـرَأَةَ أَبِي طَلْحَةَ ثُمَّ سَمِعْتُ خَشْخَشَةً أَمَامِي فَإِذَا بِلَالٌ »

“[illegible], [illegible]: [illegible], [illegible], [illegible][25]

[25] [illegible], [illegible], [illegible]: [illegible]

মারিয়াম বিনতে ইমরান, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ , খাদিজা , ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া জান্নাতি নারীদের সরদার :

মারিয়াম বিনতে ইমরান, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম , রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর স্ত্রী খাদিজা , ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া জান্নাতি নারীদের সরদার হবে।

عَنْ جَابِرٍرضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم: «سَيِّدَاتُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ بَعْدَ مَرْيَمَ بنتِ عِمْرَانَ، فَاطِمَةُ، وَخَدِيجَةُ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ.»

“জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুথেকে বর্ণিত। তিনি বলেন , রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবলেছেন : জান্নাতি নারীদের সরদার মারিয়াম বিনতে ইমরান এর পরে ফাতেমা , খাদিজা ও ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া।[26]

গুমাইসা বিনতে মিলহান রাদিয়াল্লাহু আনহুা জান্নাতি

[26] তাবরানী , আল্লামা আলবানীর সিলসিলাতুল আহাদিস আস-সহীহা , হাদিস : ১৪৩২

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ قَـالَ رَسُـولَ اللـهُ صـلى الله عليه وسـلم «دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَـمِعْتُ خَشْـفَةً فَقُلْتُ مَا هَذِهِ الْخَشَفَةَ فَقِيلَ هَذِهِ الغُّمَيْصَـاءُ بِنْتُ مِلْحَـانَ «

“[illegible][27]

[illegible]

27 [illegible], [illegible]: [illegible]

রবী ‘ বিনতে মুয়াওয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহা জান্নাতী :

রবী ‘ বিনতে মুয়াওয়ায তিনি একজন আনসারী মহিলা। বাই ‘য়াতে যে দুই মহিলা অংশ গ্রহণ করেন, তাদের মধ্যে তিনি একজন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জান্নাতী বলে সু -সংবাদ দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ,

«لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرة»

গাছের নিচে বাইয়াতে অংশ গ্রহণকারী কেউ জাহান্নামে যাবে না। [28]

ইসলামের মধ্যে সর্ব প্রথম শাহাদাতের গৌরব অর্জনকারী নারী সুমাইয়া বিনতে খাইয়াত জান্নাতী :

সুমাইয়া বিনতে খাইয়াত ইসলামে সর্বপ্রথম নারী শহীদ। তিনি অপর ধৈর্যশীল ঈমানদার শহীদ ইয়াসের ইবন আমের এর স্ত্রী এবং আম্মার ইবন ইয়াসের রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাতা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এ বলে জান্নাতের ঘোষণা দেন। তিনি বলেন , صــبرًا آل ياسر فــإن

[28] তিরমিযি , হাদিস : ৩৮৬০, আবু দাউদ , হাদিস : ৪৬৫৩, আহমদ, হাদিস : ১৪৭৭৮

موعدكم الجنة“□□□□□□ পরিবার ধৈর্য ধারণ কর, অবশ্যই জান্নাত তোমাদের জন্য অবধারিত।”

এ বিষয়ে অপর একটি শব্দ জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, اصـــبر اللهم اغفر لآل **ياسر**ধৈর্য ধারণ কর, □□ আল্লাহ তুমি ইয়াসের পরিবারকে ক্ষমা কর’। অপর একটি বর্ণনায় জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আম্মার ও তার পরিবারকে যখন শাস্তি দেয়া হচ্ছিল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামতাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন এবং তাদের উপর অকথ্যনির্যাতনের দৃশ্য □□□□□ বলেন,أبشروا آل عمار وآل ياسر فـإن موعـدكم الجنة তোমরা আম্মার ও ইয়াসের পরিবারকে সু-সংবাদ দাও - তাদের জন্য জান্নাত অবধারিত।[29]

সুয়াইরা আল-আসা‘দিয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহা জান্নাতী:

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

---

[29] দেখুন, হাকেম, হাদিস : ৩৮৮/৩, আল-মাজমা : ২৯৩/৯

أَلاَ أُرِيكَ امْـرَأَةً مِنْ أَهْـلِ الجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَـالَ: هَـذِهِ المَـرْأَةُ السَّـوْدَاءُ، أَتَتِ النَّبِيَّ صَـلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي أُصْـرَعُ، وَإِنِّي أَتَكَشَّـفُ، فَـادْعُ اللَّهَ لِي، قَـالَ: «إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الجَنَّةُ، وَإِنْ شِـئْتِ دَعَـوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ» فَقَالَتْ: أَصْبِرُ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّـفُ، فَـادْعُ اللَّهَ لِي أَنْ لاَ أَتَكَشَّفَ، فَدَعَا لَهَا

[illegible][30]

---

30 [illegible]

[illegible]

[illegible]

عَنْ أَنَسٍ، رضي الله عنهقَالَ قَـالَ رَسُـوْلُ اللهِصـلى الله عليه وسلم: «قَالَ جِبْرِيْلُ عليه الصلـاة والسـلام ، راجِـعْ حَفْصَـةَ فَاِنَّهَا صَـوَامَةٌ قَوَامَـةٌ ، وَاِنَّهَا زَوَّجْتُـكَ فِيْ الْجَنَّةِ، فَرَاجَعَهَا»

“[illegible][31]

[illegible]

[illegible]

[31] [illegible]

[illegible]

«أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ البَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوا»، قَالَتْ أُمُّ حَرَامٍ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا فِيهِمْ؟ قَالَ: «أَنْتِ فِيهِمْ»، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ»، فَقُلْتُ: أَنَا فِيهِمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لاَ»

[illegible][32]

32 [illegible]

[illegible]

[illegible]:

عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رضي الله عنهقَالَقَـالَ رَسُـولُ اللهِصـلى الله عليه وســـلم: «رَأَيْتُ عَمْــرَو بْنَ لُحَيِّ بْنِ قَمْعَــةَ بْنِ خِنْـدِفَ أَبَا بَنِي كَعْبٍ هَـؤُلَاءِ يَجُـرُّ قُصْـبَهُ فِي النَّارِ » رواه مسلم

“[illegible], [illegible], [illegible]: [illegible] ‘[illegible], [illegible]‘[illegible], [illegible]”[illegible]

[illegible], [illegible]‘[illegible]-

عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه قَـالَ رَسُـولُ اللـهِ صـلى الله عليه وسلم: «رَأَيْتُ عَمْـرَو بْنَ عَـامِرٍ الْخُـزَاعِيَّ يَجُـرُّ قُصْـبَهُ فِي النَّارِ وَكَـانَ أَوَّلَ مَنْ سَـيَّبَ السُّـيُوبَ»]رواه مسلم[

““আবুহুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুথেকে বর্ণিত , তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি ‘আমর ইবন আমের আল খুযায়ীকে দেখেছি যে সে জাহান্নামে স্বীয় নাড়ি -ভুঁড়ি টেনে নিয়ে চলছে, সে ছিল ঐ ব্যক্তি যে , সর্বপ্রথম মূর্তির নামে পশু ছেড়েছিল ”।[33]

অপর বর্ণনায় তাকে আবু সামামা আমর ইবন মালেক বলা হয়েছে এবং তাকে জাহান্নামী আখ্যা দেওয়া হয়েছে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবলেন , আমি আবু সামামা ‘আমর ইবন মালেককে জাহান্নামে তার নাড়ি -ভুঁড়িহেচড়ে নিয়ে চলতে দেখেছি :

عَنْ جَـابِرٍ رضي الله عنه : عَنِ النَّبِيِّ صـلى الله عليه وسلم قَالَ رَأَيْتُ أَبَا ثُمَامَةَ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ (رواه مسلم)

“জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত , তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি আবু সামামা ‘আমর ইবন মালেককে

[33] মুসলিম ,হাদিস : ২৮৫৬

জাহান্নামে তার নাড়ি -ভুঁড়িহেঁচড়ে নিয়ে চলতে দেখেছি। [34]"

বদরের যুদ্ধে নিহত ১৪ জন কোরাইশ নেতা জাহান্নামী :

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رضي الله عنه أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِصلى الله عليه وسلمأَمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ فَقُذِفُوا فِي طَوِيٍّ مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ خَبِيثٍ مُخْبِثٍ قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ يَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ وَيَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ أَيَسُرُّكُمْ أَنَّكُمْ أَطَعْتُمْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا» [رواه البخاري]

"আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহুথেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকোরাইশদের ২৪ জন নেতাকে বদরের কুয়া সমূহের মধ্যে একটি দুর্গন্ধ ময় কুয়ায় নিক্ষেপ করার জন্য নির্দেশ দিলেন, তাদেরকে সেখানে নিক্ষেপ করার পর তিনি কুয়ার পাশে দাঁড়িয়ে সমস্ত সরদারদেরকে তাদের পিতার নামসহ ডাকলেন, হে অমুকের ছেলে অমুক, হে অমুকের ছেলে অমুক! তোমাদের কি একথা পছন্দ লাগছে যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের

---

[34] মুসলিম, হাদিস : ৯০৪

[illegible]? [illegible], [illegible] [illegible]”?[35]

[illegible]-[illegible]:

عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَلَأَ اللهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا شَغَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ» [رواه البخاري]

“[illegible], [illegible], [illegible]: [illegible], [illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible]”[illegible][36]

---

35 [illegible], [illegible]: [illegible]

36 [illegible], [illegible]: [illegible]